যুগান্তর

তারিখ 23 MAY 2007
পৃষ্ঠা 2 কলাম ৩

খুলনা হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজে দুর্নীতির তদন্ত শুরু

খুলনা ব্যুরো

খুলনায় হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজের পরিচালনা পর্ষদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অনিয়ম, দুর্নীতি ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগের তদন্ত শুরু হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মহল থেকে দুর্নীতি দমন কমিশনসহ প্রশাসনের বিভিন্ন দফতরে লিখিতভাবে এ কলেজের অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ জানালে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে তদন্ত শুরু হয়েছে সম্প্রতি। ১৬ ও ১৭ মে ম্যাজিস্ট্রেট আরিফ নজরুল কলেজের ধারাবাহিক দুর্নীতির ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন।

অভিযোগে বলা হয়, কলেজের পরিচালনা পর্ষদের (জিবি) কতিপয় সদস্য পরস্পর যোগসাজশে কলেজের মেডিকেল রুম থেকে কম্পিউটার রুমের মধ্যবর্তী ৮ ফুট × ১২ ফুট (৫ ইঞ্চি পুরু) দেয়াল নির্মাণ করার নামে ৮০ হাজার টাকা সাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের সহযোগিতায় জিবি সদস্য শওকত কর্তৃক একটি ভুয়া মামলা পরিচালনার নামে ৪ লাখ ২৩ হাজার টাকা এবং জিবির কতিপয় সদস্য গল্লামারীতে অবস্থিত কলেজের পুরনো দোতালা ভবন ও দু'নম্বর হোস্টেলের আসবাবপত্র, জানালা-দরজা, লোহার গ্রিলসহ সব মালামাল বিক্রির ২ লক্ষাধিক টাকা আত্মসাৎ করেন।

বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক বোর্ড খুলনা হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজকে ২ লাখ টাকা অনুদান দেয়। কিন্তু এই টাকা দিয়ে 'বিটি' ওষুধ ক্রয় না করে স্থানীয় নিম্নমানের ওষুধ ক্রয় করা হয় এবং ল্যাবরেটরিতেও কিছু নিম্নমানের মাল সরবরাহ করে ভুয়া ভাউচারের মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ করা হয়। গত ১০ বছরেও লাইব্রেরির জন্য প্রয়োজনীয় বই কেনা হয়নি। অথচ কলেজ ভবনের নিচতলায় দোকান ঘরের জন্য নির্মিত টয়লেট সংস্কারের নামে কয়েকবারই বিপুল অংকের টাকা ব্যয় দেখানো হয়েছে। এছাড়া আরও অন্যান্য নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ খাতের নামে লাখ লাখ টাকা কলেজ তহবিল থেকে উত্তোলন করে জিবির কতিপয় সদস্য সঠিকভাবে ভাউচার অফিসে জমা দেননি। প্রতি বছর কলেজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের নামে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করে আত্মসাৎ করা হয় বলে সাধারণ শিক্ষার্থীদের অভিযোগ।

অভিযোগে জানা গেছে, প্রায় এক যুগ ধরে এ কলেজের জিবি সদস্য হিসেবে রয়েছেন এএইচএম শওকত। তিনি ডিসি অফিসে রাজস্ব বিভাগে তহশিলদারের চাকরি করতেন। দুর্নীতির দায়ে তিনি চাকরিচ্যুত হওয়ার পর তৎকালীন বহুল আলোচিত ও বিতর্কিত অধ্যক্ষ ডা. আজিজুর রহমানের বিভিন্ন অন্যায় ও অপকর্মের সহযোগী হন এবং তার সহযোগিতায় শওকত কলেজের জিবি সদস্য হন। এরপর থেকে যৌথভাবে দুর্নীতির মাধ্যমে বিপুল অর্থ সম্পদের মালিক হন তিনি। এক পর্যায়ে লুটপাটের অর্থের ভাগাভাগি নিয়ে তৎকালীন কলেজ অধ্যক্ষের সঙ্গে তার বিরোধ সৃষ্টি হয়। ওই সময়েই ডা. আজিজুর রহমান ইসলাম ধর্ম নিয়ে কটূক্তি করায় গ্রেফতার এড়াতে খুলনা ছেড়ে চলে যান। বর্তমানে তিনি নিখোঁজ রয়েছেন। এই সুযোগে এএইচএম শওকত কলেজের বিভিন্ন আয়ের উৎস থেকে লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ করতে থাকেন। ২০০১ সালে তিনি একটি মামলার তদবির করতে ঢাকায় গিয়ে নারী নির্যাতনের মামলায় গ্রেফতার হন এবং প্রায় চার মাস কারাভোগ করেন। জেল থেকে বের হয়ে খুলনা ফিরে তিনি সুকৌশলে ২০০২ সালে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের ওপর প্রভাব খাটিয়ে আবার জিবি সদস্য হন। তখন ডা. হাফিজুর রহমান নামে এক ব্যক্তি তার জিবি সদস্য হওয়ার বৈধতা নিয়ে মামলা করেন। আদালত শওকতের বিরুদ্ধে ওই মামলার রায় দেন। কিন্তু আদালতের রায়কে অগ্রাহ্য করে তিনি জিবি সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। সংঘবদ্ধ হয়ে ২০০১ সালের ঢাকার নারী নির্যাতন মামলার দায়ভার তিনি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজের ওপর চাপিয়ে দিয়ে কলেজের কাছে ৭ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। সভার সিদ্ধান্ত ছাড়াই ২০০৫ সালের ২১ মার্চ এএইচএম শওকত নিজ স্বাক্ষরে জনতা ব্যাংক গল্লামারী শাখা থেকে (চেক নম্বর ৩৮৯৪৬২৯) কলেজের ৮২নং অ্যাকাউন্ট থেকে ৪ লাখ ২৩ হাজার টাকা তুলে নেন।